ডৌয়াতলা নামে গ্রামে গণেশ পৌঁছিল।
রাত্রিকালে একবাড়ী নামগান হ'ল।।
গোপাল নামেতে সাধু লক্ষ্মীখালী গাঁয়।
দৈবক্রমে সেই রাত্রি উদয় তথায়।।
গণেশ করিল গান হরিচাঁদ নাম।
নয়নের জলে সেই ভাসে অবিরাম।।
গান শুনি গোপালের মন নহে স্থির।
হারা-নিধিপ্রাপ্ত যেন চক্ষে বহে নীর।।
তাঁহারো ভাগ্নেয় সাথে শ্রীগণেশ নাম।
মামা ভাগ্নে সারারাত্রি করে হরিনাম।।
গণেশে ডাকিয়া প্রাতেঃ শ্রীগোপাল বলে।
"শুনিয়া তোমার গান পরাণ উথলে।।"
মামা সঙ্গে মম গৃহে যেতে হবে সত্য।
ভাগ্নে গণেশ তোমার অদ্য হ'ল মিত্র।।"
সাধু সঙ্গে যায় সাধু লক্ষ্মীখালী গাঁয়।
গোপালের কাছে শুধু হরিকথা কয়।।
কহে বার্ত্তা ওড়াকান্দী প্রভু গুরুচাঁদ।
তাঁহার যতেক ভক্ত পার্শ্বে পারিষদ।।
দেবীচাঁদ প্রতি আজ্ঞা কহিল সকল।
শুনিয়া গোপাল বলে "জনম সফল।।"
দেবীচাঁদে দেখিবারে মন উচাটন।
গণেশেরে পাঠাইল "দেবীর" সদন।।
স্বামী দেবীচাঁদ পরে লক্ষ্মীখালী গেল।
মন-প্রাণ আত্মা সব গোপাল দানিল।।
গোপালের মাতুল পুত্র বেতকাটায়।
মাধব নামেতে সাধু নিষ্ঠামতি হয়।।
শ্রীনাথ নামেতে অন্যলোক একজন।
দেবীচাঁদে পেয়ে করে আত্মসমর্পণ।।
গোপাল, মাধব, শ্রীনাথ মিলি তিনেতে।
বাণীয়ারী যাতায়াত করে সর্বদাতে।।
তারক করিতে গান দক্ষিণেতে যায়।
খোন্দকারবেড় গ্রামে হইল উদয়।।
তথা হ'তে লক্ষ্মাখালী নহে বেশীদূর।
গানের আসরে লোক মিলিল প্রচুর।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ তাহা কেবা করে আন্।
কলেরাতে সেই তারক হইল অজ্ঞান।।
সাথীলোক কি বিদেশী কাছে নাহি যায়।
একেলা পড়িয়া তার জীবনে সংশয়।।
সে গোপাল ওড়াকান্দী দেবীচাঁদ সাথে।
গিয়াছিল গুরুচাঁদ প্রভুকে দেখিতে।।
তারকের গান হবে যবে শুনে তাই।
গান শুনিবারে সাধু গেল সেই ঠাঁই।।
গিয়ে দেখে একি কান্ড! বড়ই আশ্চর্য্য।
তারক চাঁদের ব্যাধি এই নাকি ধার্য্য।।
আশে পাশে কেহ নাই করে হা হুঁতাশ।
ক্ষণে বলে জল দেও ক্ষণেতে বাতাস।।
দেখিয়া সাধুর প্রাণে মহাদুঃখ হ'ল।
মনে প্রাণে ভক্তিভাবে তারক সেবিল।।
সম্বৎ পাইয়া বলে তারক সুজন।
"আমাকে করিলে রক্ষা তুমি কোন জন?"
গোপাল কহিছে "আমি ওড়াকান্দী হ'তে।
আসিয়াছি" বলা মাত্রে শয্যার পরেতে।।
লাফ দিয়া সে তারক ধরে গোপালেরে।
"ওড়াকান্দী হ'তে বাবা তুমি কে এলে রে।।"
আমার বিপদ দেখি প্রভু গুরুচাঁদ।
তব দেহে এসে মোরে করে প্রাণদান।।
কাঁদিয়া গোপাল বলে "প্রভু আমি দীন।'
দয়া করে পদরজঃ মোর শিরে দিন।।"
তারক বলিছে "বাবা! কি নাম তোমার?"
"গোপাল নামেতে আমি অতি দুরাচার।।"
তারক বলিছে "বাবা যে কাজ করিলি।
বিনা সাধনাতে তুই হরি পেয়ে গেলি।।
কা'র ধরা ওরে বাবা কা'র ধরা তুই?"
"দেবীচাঁদ প্রভু মোর দাস তাঁর মুই।।"